আমফানের তাণ্ডবে লণ্ডভণ্ড

একদিনের মধ্যেও ৫ লক্ষ মানুষকে সরাতে পেরেছিলেন, তাই ক্ষয়ক্ষতি কিছুটা ঠেকানো গিয়েছিল বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'এলাকার পর এলাকা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের সাহায্যে ৫ লক্ষ মানুষকে সরাতে পেরেছি। ১৭৩৭-এ এমন ভয়ঙ্কর ঝড় হয়েছিল। ওয়ার রুমে বসে আছি আমি। নবান্নে আমার অফিস কাঁপছে। একটা কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করলাম।

'কা' নিয়ে জনস্বার্থ মামলায়

মামলাগুলির সঙ্গে একত্রিত করার নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত। এই মামলার প্রধান আবেদনকারী হল ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগ (আইইউএমএল)।

গত বছর ডিসেম্বর মাসে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বৈধতা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে জমা পড়েছিল ৬০টি পৃথক আবেদন। সেই শুনানি চলাকালীন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এই সংক্রান্ত নোটিশ ইস্যু করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। তবে, নোটিশ জারি করলেও নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন প্রণয়নের উপর স্থগিতাদেশ দেয়নি আদালত। এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্য ছিল, 'আমরা কোনও আইনের উপর স্থগিতাদেশ জারি করতে পারি না'। নতুন এই আইনের শর্ত, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ বা তার আগে বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান থেকে ধর্মীয় কারণে অত্যাচারিত হয়ে যে সমস্ত অমুসলিম শরণার্থীরা ভারতে এসেছেন, তাঁদের প্রত্যেককেই নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। অর্থাৎ হিন্দু, খিস্টান, শিখ, বৌদ্ধ, পারসি বা জৈন ধর্মের লোকেরা ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের আগে থেকে ভারতে বসবাস করছেন, তারা ভারতের নাগরিকত্ব পেয়ে যাবেন। নাগরিকত্ব সংক্রান্ত এই বিলটি গত বছর ডিসেম্বর মাসে লোকসভা এবং রাজ্যসভায় পাস হয়। পরে বিলটিতে রাষ্ট্রপতি সম্মতি জানালে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বিলটি আইনে পরিণত হয়।

মণিপুরে মা-মেয়ে সংক্রমিত

শরীরে কোভিড-১৯ সংক্রমণের উপস্থিতি ধরা পড়ে। এভাবে এক এক করে আজ পর্যন্ত কোভিড-১৯ সংক্রমিতের সংখ্যা ৯-এ দাঁড়ালেও সক্রিয় ৭ রোগীর চিকিৎসা চলছে ইম্ফলের দ্য জওহরলাল নেহরু ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স (জেএনআইএমএস) এবং রিমস্-এ।

২৫ থেকে অভ্যন্তরীণ বিমান

জন্য শীঘ্রই আলাদা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (সোপ) ইস্যু করা হবে। অর্থাৎ বিমানযাত্রার জন্য কী কী নিয়ম মানা প্রয়োজন, কী সরঞ্জাম সঙ্গে রাখতে হবে, সবকিছুই জানিয়ে দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবারই রেলমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছিল, ১ জুন থেকে ২০০টি নন-এসি প্যাসেঞ্জার ট্রেন চালানো হবে। তাতেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে ভিনরাজ্যে আটকে পড়া মানুষগুলি সহজেই বাড়ি ফিরতে পারবেন। এদিন হরদীপ সিং পুরীর ঘোষণায় জানা গেল, সেই রেল পরিষেবার আগেই চালু হয়ে যাচ্ছে অন্তর্দেশীয় বিমান পরিষেবা। যদিও ইতিমধ্যেই স্পেশাল বিমানে করে আটকে পড়াদের নিজরাজ্যে ফেরানো হচ্ছে। ওষুধ ইত্যাদির জন্য চালানো হচ্ছে কার্গো ফ্লাইটও। তবে এবার সাধারণ যাত্রীদের জন্যও খুলে গেল বিমানবন্দরের দ্বার।

মার্চের শেষে লকডাউন ঘোষণা হওয়ার দিন দুয়েক আগে থেকেই আন্তর্জাতিক উড়ান নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। লকডাউনের পর বন্ধ হয়ে যায় অন্তর্দেশীয় বিমান পরিষেবাও। তবে এবার পরিস্থিতি খানিকটা হলেও স্বাভাবিক হচ্ছে। যদিও লকডাউনের চতুর্থ দফা শেষ না হতেই বিমান পরিষেবা কেন চালু করা হচ্ছে, সে নিয়েও বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে।

পরীক্ষাকে ছাড়

বাধ্যতামূলক। পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছনো ও ফেরার বাসের ব্যবস্থা করতে হবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারকেই।

নিজের টুইটের সঙ্গে একটি চিঠিও সংযুক্ত করে দিয়েছেন অমিত শাহ। সেই চিঠিটি লিখেছেন স্বরাষ্ট্র সচিব অজয় ভাল্লা। চিঠিটি তিনি লিখেছেন সমস্ত রাজ্যের মুখ্য সচিবদের উদ্দেশে। পাশাপাশি বলা হয়েছে, পরীক্ষা কেন্দ্রে সকলের স্ক্রিনিং বাধ্যতামূলক। পাশাপাশি সরকার জানিয়ে দিয়েছে, কনটেনমেন্ট জোনে কোনও পরীক্ষাকেন্দ্রের অনুমতি দেওয়া হবে না।

গত সোমবার সিবিএসই-র তরফে জানানো হয়, দু'টি ক্লাসের অবশিষ্ট ২৯টি পরীক্ষা ১ জুলাই থেকে ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার ফলাফল ঘোষিত হবে আগস্ট মাসে। দশম শ্রেণির ৬টি ও দ্বাদশ শ্রেণির ১২টি পরীক্ষা দেশব্যাপী লকডাউনের ফলে স্থগিত হয়ে গিয়েছিল। পাশাপাশি ফেব্রুয়ারিতে দিল্লির একাংশে হিংসার কারণেও কিছু কিছু স্থানে দশম শ্রেণির পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে পরীক্ষার কথা বলা হলেও এখনই সাধারণ ক্লাসের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার কথা বলা হয়নি।

১ জুন থেকে দৈনিক ২০০ ট্রেন

থেকে বুকিং শুরু হবে তা এখনও জানায়নি রেল। তবে মনে করা হচ্ছে সাত দিন আগে থেকেই বুকিংয়ের কথা জানিয়ে দেবে রেল। এই ট্রেনগুলির টিকিট বুকিং কেবল আইআরসিটিসি ওয়েবসাইট বা অ্যাপের মাধ্যমে করা যাবে। যে কেউই এই ট্রেনে যাতায়াত করতে পারবেন। এই ট্রেনে কোনও সাধারণ কামরা থাকবে না। এগুলি বিশেষ অ-শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ট্রেন। এই ট্রেনগুলিকে একই নিয়ম অনুসরণ করতে হবে, যা বর্তমানে বিশেষ ট্রেনগুলির জন্য প্রযোজ্য। ট্রেনে ওঠার আগে যাত্রীদের স্ক্রিনিং করা হবে এবং যাত্রীদের সামাজিক দূরত্বের নিয়ম মেনে চলতে হবে। স্টেশনে পৌঁছতে হবে সময়ের আগে। প্রবেশ এবং প্রস্থানের গেটগুলি আলাদা হবে।

ভারতীয় রেলের তরফে মঙ্গলবার অতিরিক্ত ট্রেন চালানোর কথা ঘোষণা করা হয় টুইটের মাধ্যমে।

সেই টুইটে জানানো হয়, 'শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন ছাড়াও ভারতীয় রেল ১ জুন থেকে প্রতিদিন ২০০টি অতিরিক্ত টাইম টেবিল ট্রেন চালাতে চলেছে। এগুলি অ-শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত দ্বিতীয় শ্রেণির ট্রেন। ট্রেনের টিকিট কেবল অনলাইনেই বুক করা যাবে। ট্রেনের তথ্য শিগগিরি দেওয়া হবে।'

এর আগে রেলের তরফে অন্য একটি টুইটে বলা হয়েছিল, 'ভারতীয় রেল নিয়মিত শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন চালাচ্ছে। এখনও পর্যন্ত ১৬০০টি ট্রেনে প্রায় ২১.৫ লক্ষ শ্রমিক তাঁদের গন্তব্যে পৌঁছে গিয়েছেন। শ্রমিকদের স্বস্তি দিয়ে ভারতীয় রেল দৈনিক ২০০টি শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন চালাচ্ছে।'

বাড়ছে সংক্রমণের ঝুঁকি

স্ক্রিনিং করা হয়েছে এবং লালারসও সংগ্রহ করেছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। এই ১১৯ জনের মধ্যে মহিলা যাত্রী রয়েছেন ৯ জন। শিশুর সংখ্যা ৫। হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আপাতত ৬টি প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিন সেন্টারের ব্যবস্থা করা রয়েছে। এগুলো হল মনাছড়া জওহর নবোদয় বিদ্যালয়, লালা পি কে গার্লস হাইস্কুল, লালা রুরাল কলেজ, হাইলাকান্দি ডায়েট, আলগাপুর এ এল সি কলেজ ও কাটলিছড়া আদর্শ বিদ্যালয়। এছাড়াও অতিরিক্ত কোয়ারেন্টিন সেন্টার তৈরির জন্যও প্রশাসনিক তৎপরতা চলছে। এস কে রায় হাসপাতালে রয়েছে আইসোলেশন সেন্টার। এদিকে, বৃহস্পতিবার সকালে শ্রমিক স্পেশাল ট্রেনে (০৭০৫৬) হায়দরাবাদ থেকে থেকে বরাকে ফিরছেন আরও ৪০ যাত্রী। এরমধ্যে হাইলাকান্দি জেলার ১০ জন যাত্রী রয়েছেন বলে সরকারি সূত্রে জানা গেছে।

আক্রান্ত শিশু

স্বাস্থ্যকর্মীরা সম্পূর্ণ করোনা বিধি অনুযায়ী তাদের গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেছেন। সঙ্গে নেওয়া হয়েছে শিশু মহম্মদ সরতাজের মা তৈয়বুন্নেসাকেও। প্রসঙ্গত, শিশুসন্তান ও তার বাবা করোনায় আক্রান্ত হলেও স্ত্রী তৈয়বুন্নেসার শরীরে এই মারণ ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়েনি। এদিকে এ ঘটনায় ডবকার দেবস্থান এলাকায় করোনার আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

চেয়ারে হর্ষবর্ধন

তিন বছরের মেয়াদের এই গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকবেন হর্ষবর্ধন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এগজিকিউটিভ বোর্ড চেয়ারম্যান পদে ভারতের প্রতিনিধিকে অভিষিক্ত করা হবে বলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তরফে গত বছরই স্থির হয়। বিভিন্ন দেশের মধ্যে রোটেশন পদ্ধতিতে এই চেয়ারম্যান পদ আবর্তিত হয়ে থাকে।

সরুসজাই থেকে পালিয়ে গেল

অবশেষে হামিদুল এবং শাহজাহানকে ভাঙনমারি চর এলাকা থেকে আটক করে নলবাড়ি পুলিশ। অন্যদিকে, সাইদুলকেও আটক করতে সক্ষম হয় হোজাই পুলিশ। বর্তমানে তিনজনকেই হাসপাতালে ভর্তি করানো হলেও, এদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ইঙ্গিতও দেন হিমন্ত। শুধু তাই নয়, যে তৎপরতার সঙ্গে দুই জেলার পুলিশ এদের আটক করতে সক্ষম হয়েছে, তার জন্য ধন্যবাদও জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

এখানেই শেষ নয়, হিমন্ত আরও জানান, এদিন সরুসজাই থেকে হোটেলে কোয়ারেন্টিনের জন্য স্লিপ নিয়ে চারজন ঘরে চলে যাওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। যা সত্যি চিন্তার বিষয়। তবে চারজনের মধ্যে আকবর আলি এবং ইনামুল হোসেনকে বামুনিগাঁও থেকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। তবে বাকিদের মধ্যে বকো-র রাহুল আলি এবং সাদ্দাম হোসেনের এখনও পর্যন্ত কোনও সন্ধান নেই। তাঁদের খুঁজে বার করতে পুলিশ সন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে।

এদিকে, করোনায় আক্রান্ত হয়ে পুরোপুরি সুস্থ অবস্থায় এদিন রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে ৭ জনকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। ফলে এখনও পর্যন্ত ৪৮ জন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতেই এদিন গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে করোনায় আক্রান্ত রাজ্যের প্রথম চিকিৎসক লিথিকেশ ডিএস-কে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। যোরহাট মেডিক্যাল কলেজ থেকে মুক্তি পেয়েছেন মামু বরা, পরিস্মিতা শইকিয়া নামে আরও দুই মহিলা। এছাড়াও শিলচর মেডিক্যাল কলেজ থেকেও এদিন ৪ জনকে ছাড়া হয়েছে বলে জানান হিমন্ত।

পরিস্থিতি জটিল হচ্ছে : স্বাস্থ্যমন্ত্রী

প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেই নিয়ম প্রত্যাহার করা হয়েছে। ফলে দু-তিনদিন পর থেকে অসমে দৈনিক ৪-৫টি শ্রমিক এক্সপ্রেস আসবে। সঙ্গে আসবে রাজধানী এক্সপ্রেস। স্বাভাবিকভাবে এতে চাপ আরও বাড়বে। কঠিন পরিস্থিতির মুখে পড়তে হবে স্বাস্থ্য বিভাগকে। হিমন্ত বলেন, ট্রেন তো চলছেই, আগামী কয়েকদিনে বিমান পরিষেবা শুরু হবে। স্বাভাবিকভাবে চ্যালেঞ্জ আরও বাড়বে। কাতারে কাতারে বহিঃরাজ্য থেকে মানুষ আসবে অসমে। হিমন্ত বলেন, পরিস্থিতি যাইহোক না কেন যুদ্ধ চালিয়ে যেতেই হবে। ভগবান যে পথ দেখাবে সেই পথেই হাঁটব।

মুম্বই ফেরত আরও ১ পজিটিভ

জেলার পাথারকান্দি এলাকার দোহালিয়ার বাসিন্দা।

জানা গেছে, আবুল হোসেন মুম্বইয়ে থেকে ব্যবসা করেন। তিনদিন আগে তিনি একটি প্রাইভেট কারে অন্য দু'জনের সঙ্গে শিলচরে আসেন। আইএসবিটি জোনাল স্ক্রিনিং সেন্টারে লালারসের নমুনা সংগ্রহ সহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য প্রক্রিয়া সেরে তাকে পাঠানো হয় পয়লাপুল জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের কোয়ারেন্টিন সেন্টারে। বুধবার তার লালারসের নমুনা টেস্টের পর রেজাল্ট আসে পজিটিভ। উল্লেখ্য, গতকাল মঙ্গলবার রামকৃষ্ণনগর বালিরবন্দ গ্রামের সাহিনুল হক এবং সামসুল আলম নামে যে দু'জনের শরীরে করোনা সংক্রমণের প্রমাণ মিলেছে এরাও এসেছেন মুম্বই থেকে।

এদিকে এদিন সন্ধ্যায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে রিলিজ করা হয়েছে তিন করোনা রোগীকে। এরা হলেন শিলচর রামনগর পেঁচাডহরের আমিরুন নেসা (৪০) ও জিহিনা বেগম (১৫) এবং লামারগ্রামের সাহাবুদ্দিন বড়লস্কর (৫০)। এরা সব আজমের ফেরত বাসের যাত্রী।

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অধ্যক্ষ ডাঃ বাবুলকুমার বেজবরুয়া জানিয়েছেন, এই তিনজনের পরপর দু'টি টেস্ট নেগেটিভ আসার পর এদের রিলিজ করা হয়েছে। একইভাবে আজমের ফেরত বাসেরই যাত্রী পেঁচাডহরের বেবি বেগম সদিয়ল (২৫)-এরও পরপর দু'টি টেস্টের রেজাল্ট এসেছে নেগেটিভ। তবে তার মেয়ে ৮ বছরের শিশুকন্যা সাদিয়া বেগম এখনও চিকিৎসাধীন থাকায় প্রশাসনের বিশেষ অনুমতিতে মা বেবি বেগমকে এদিন রেখে দেওয়া হয়েছে মেডিক্যালে। অধ্যক্ষ বেজবরুয়া জানান, সাদিয়া বেগমেরও একটি টেস্টের রেজাল্ট এসেছে নেগেটিভ। আগামীকাল ফের তার নমুনা পরীক্ষা করা হবে। আশা করা হচ্ছে ওই টেস্টের রেজাল্টও আসবে নেগেটিভ। এমনটা হলে ২-১ দিনের মধ্যে রিলিজ করা হবে সাদিয়া বেগমকেও। তখন সঙ্গে রিলিজ করা হবে মা বেবি বেগমকেও। আর সাদিয়ার ক্ষেত্রে যেমনটা আশা করা হচ্ছে যদি শেষ পর্যন্ত তেমন না হয় তবে বেবি বেগমকে হয়তো রিলিজ করে দেওয়া হবে তার আগেই।

বাংলাদেশে আটকদের

দফতরের কর্তা সমরেন্দ্র চক্রবর্তী এদিন দেখালেন, কেমন প্রস্তুতি চলছে ওপার বাংলা থেকে ফেরত আসতে চাওয়া লোকদের জন্য। পড়শি দেশ থেকে যাঁরা আসবেন তাদের প্রথমে কোভিড সংক্রমণের পরীক্ষার জন্য লালারস সংগ্রহ করা হবে। ফলে চিকিৎসকের একটি টিম তৈরি থাকবে। যতদূর খবর একসঙ্গে বেশ কিছু লোকেরই ফেরার কথা। তাই সুতারকান্দিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্রের ভেতর পণ্য রাখার গুদামকে ঢেলে সাজানো হয়েছে। করোনা সংক্রমণ এড়ানোর জন্য আমদানি করা পণ্য এখন আর আনা হচ্ছে না বাণিজ্য কেন্দ্রের ভেতর। ফলে সেটি আপাতত খালিই পড়ে আছে। পেল্লাই সাইজের ওই গুদামের ভেতর প্রচুর গোল করে চিহ্ন দেওয়া আছে। সেখানে রাখা হয়েছে চেয়ার। আরেকদিকে বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীদের। বাংলাদেশ থেকে ফিরে সোজা এখানেই আসতে হবে সবাইকে। অন্য সময়ের মত অভিবাসন দফতরের ভেতর যেতে হবে না। কাগজপত্রের যাবতীয় কাজকর্ম এখানেই হয়ে যাবে। গুদামের এককোণায় করা হবে যাত্রীদের লালারস সংগ্রহ।

করিমগঞ্জের জেলাশাসক আম্বামুথন পালানিস্বামী বললেন, কেন্দ্র সরকার জানিয়েছে সমস্ত রকম ব্যবস্থা প্রস্তুত করে রাখতে। ফেরত আসা সবার লালারসের নমুনা যাবে শিলচর মেডিক্যাল কলেজের কোভিড পরীক্ষাকেন্দ্রে। তবে কারুর হোম কোয়ারেন্টিনে যাওয়ার অনুমতি নেই। সবাইকে থাকতে হবে কোয়ারেন্টিন সেন্টারেই।

কবে ফিরছেন ওই দেশে আটকে পড়া লোকেরা?

সমরেন্দ্রবাবু জানালেন, কবে বা কতজন ফিরতে পারেন এমন কোনও সম্ভাব্য তথ্য এখন অবধি তাদের হাতে এসে পৌঁছয়নি। হয়তো যাত্রীরা আসার আগের রাতে অভিবাসন দফতরে বার্তা আসবে এই বিষয়ে।

আম্বামুথনেরও একই বক্তব্য। তাঁর কাছেও কোনও খবর নেই। কেন্দ্র বলেছে কেবল ব্যবস্থা প্রস্তুত রাখার জন্য। ব্যস ততটুকুই।

উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দেপুরকায়স্থ বললেন, 'কেন্দ্র সরকার লকডাউনের ফলে অন্য দেশে ফেঁসে যাওয়া লোকেদের আনার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করছে ঠিকই। কিন্তু নির্ধারিত সূচনা না দেওয়ায় কেবল অপেক্ষা করে হতাশ হয়ে পড়ছেন লোকেরা। উড়ানে বিদেশ থেকে লোকেদের ফেরাতে হলে সরকারের অধিক প্রস্তুতির প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু এখানে তো এমন অসুবিধা নেই। স্থল সীমান্ত থাকায় অনায়াসেই বাংলাদেশের সিলেট বা এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লোকেরা ফিরতে পারবেন দেশে। কিন্তু তেমনটা আর হচ্ছে কই? করিমগঞ্জের এক ব্যক্তির মৃত্যুই ঘটে গেল ওখানটায় ফেরার আশায় থাকতে থাকতে। আর এদিকে ঘরের লোকেরা শেষ দেখাও পেলেন না। এখনও অনেকে ফোন করছেন ওই দেশ থেকে ফেরার আর্জি জানিয়ে। আমি নিজে সুতারকান্দিতে গিয়ে দেখেছি, অভিবাসন দফতরের ব্যবস্থা প্রস্তুত রয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রের তরফে কোনও বার্তা না আসায় কোনও কিছুই করা সম্ভব হচ্ছে না।'

ধোঁয়াশায় ম্রিয়মাণ জুবেদার

জুবেদার জন্ম নগাঁও জেলার মণিপুরটুপ গ্রামে। বাবার নাম ফইজুদ্দিন আলি। তিন বোনের সবার ছোট জুবেদা। দুই দিদি— আসিয়া বিবি এবং রাহেলা খাতুন। জুবেদার বিয়ে হয়েছিল নিখতি আলির সঙ্গে। ঠেলাচালক নিখতি মূলত বিহারের বাসিন্দা হলেও থাকতেন নগাঁও জেলারই চাপারমুখে। বিয়ের পর নিখতি-জুবেদা পাঁচ বছর থাকেন চাপারমুখে। কিন্তু সংসারে প্রতিমুহূর্তে ছিল অভাব-অনটনের নিকষ কালো আঁধার। আয় বাড়াতে কাজের সন্ধানে নিখতি চলে যান যোরহাট জেলার মরিয়ানিতে। দু-বছর বাদে জুবেদাও চলে যান স্বামীর কাছে।

বাড়ি বাড়ি কাজ করতেন জুবেদা। আর ঠেলা চালাতেন নিখতি। ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে তিনজনের সংসার মোটামুটি চলে যেত। তবে সেই সংসার খানখান হয়ে যায় আচমকা নিখতি মারা যাওয়ায়। ছেলেটার বয়স তখন সাত কী আট। স্বামীর মৃত্যুতে অথই জলে পড়ে যান জুবেদা। নিখতির মৃত্যুর শোক তখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি, যোরহাট পুলিশ তুলে নিয়ে যায় জুবেদাকে। কেন? না, সীমান্ত পুলিশ ট্রাইবুনালে বিদেশি মামলা রুজু করেছে তাঁর নামে। এফটি-তে হাজির করানো হয় জুবেদাকে। যার দিন কাটে আধপেটা খেয়ে তিনি আর উকিল ধরবেন কীভাবে! তা-ও হাতে থাকা টুকটাক কাগজপত্র দেখিয়েছিলেন জুবেদা। সেগুলো মানেনি ট্রাইবুনাল। অগত্যা জুবেদার ঠাঁই হয় কোকরাঝাড়ের ডিটেনশন ক্যাম্পে। চার বছর সেখানে ছিলেন তিনি। এরপর তাঁকে পাঠানো হয় যোরহাটের ডিটেনশন ক্যাম্পে। এতটা বছর ধরে কেউ একজনও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাননি। তবে বছর দুয়েক আগে মায়ের মুক্তির জন্য জুবেদার ছেলে আসিকুল যোগাযোগ করে সিজেপি-র স্বেচ্ছাসেবী রফিকুল ইসলামের সঙ্গে। রফিকুল সব শুনে দ্বারস্থ হন সিজেপি-র নগাঁও-মরিগাঁও জেলার দায়িত্ববাহী ফারুক আহমেদের। এরপর ময়দানে নামেন জমশের। গোয়ালপাড়া, কোকরাঝাড়, যোরহাট এবং তেজপুরের ডিটেনশন ক্যাম্প চষে বেড়িয়েও জুবেদার কোনও তথ্য তিনি পাননি। যেন বিদেশি চিহ্নিত হয়ে বন্দিশিবিরে যাওয়া একজন মহিলা হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছেন। জমশের জানান, পাঁচ বছর ধরে বলতে গেলে সন্ধানহীনই ছিলেন জুবেদা। তিনি কোথায়, কেউ জানতেন না। তবে বসে থাকেনি সিজেপি-র টিম। অবশেষে একদিন জুবেদার মুক্তি চিঠি জারি করে যোরহাট পুলিশ। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ রয়েছে, টানা তিন বছর ধরে ডিটেনশন ক্যাম্পগুলোতে যাঁরা বন্দি, তাঁদের জামিনে মুক্তি দিতে হবে। সিজেপি-র অক্লান্ত প্রচেষ্টা এবং দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশের সুবাদেই গত ২৯ এপ্রিল যোরহাট ডিটেনশন ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এসেছেন জুবেদা। জমশের জানান, মণিপুরটুপ গ্রামের হলেও বিয়ের পর চাপারমুখে স্বামীর সঙ্গে ঘর করতে চলে গিয়েছিলেন জুবেদা। তাই মণিপুরটুপ গ্রাম পড়ছে রহা থানা এলাকার মধ্যে। সেই থানা জুবেদা সম্পর্কে কোনও তথ্য দিতে পারেনি। পরে চাপারমুখ থেকে জুবেদার বিষয়ে জানতে পারে সিজেপি। জমশের বলছেন, আর্থ-সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা বিবাহিত মহিলাদের বিয়ের সূত্রে ঠিকানাবদল একটা বড় সমস্যা। নথিপত্রের মারাত্মক জটিলতায় পড়ে যান তাঁরা। জুবেদার ক্ষেত্রে সেটাই হয়েছে। সিজেপি-র আরেক স্বেচ্ছাসেবী নন্দ ঘোষ বলেছেন, ডি-ক্যাম্প থেকে বেরিয়েই তাঁর জন্য অপেক্ষায় থাকা লোকদের দেখে প্রথমটায় হকচকিয়ে যান জুবেদা। বন্দিত্বের সুদীর্ঘ অধ্যায়ে যিনি প্রতিক্ষণ নিঃসঙ্গতায় ভুগেছেন, মুক্তির দিন এত লোক দেখে কথা বেরোচ্ছিল না তাঁর মুখ থেকে। দেখে মনে হচ্ছিল, কিছুটা যেন ভয়ও পাচ্ছিলেন জুবেদা। তবে ধাতস্থ হওয়ার পর তাঁকে ডি-ক্যাম্প থেকে আনতে যাওয়া সিজেপি-র স্বেচ্ছাসেবীদের জুবেদা শুধু বলেছেন, 'যখনই নামাজ পড়ব, দোয়া করব আপনাদের জন্য।'

পশ্চিমবঙ্গ থেকে তিন

পশ্চিমবঙ্গে রেজাল্ট পজিটিভ আসার পরও নুরুলরা কিভাবে এখানে আসতে পারলেন এ নিয়ে স্বাস্থ্যবিভাগের কেউই সরকারিভাবে মুখ খুলতে চাইছেন না। তবে এক বিশেষ সূত্রের খবর অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে তারা ছিলেন এক কোয়ারেন্টিন সেন্টারে। সেখানে তাদের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। কিন্তু টেস্টের রেজাল্ট বের হওয়ার আগেই তারা কোনওভাবে চলে আসেন এখানে। তাদের আগমন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকেও অসম সরকারকে বার্তা পাঠানো হয়েছে বলে জানান সূত্রটি।

সূত্রটি সঙ্গে অবশ্য এও বলেন, ওয়েবসাইটে তিনজনকে পজিটিভ হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও এক্ষেত্রে কোনও বিভ্রান্তি রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

দশ দফা দাবিতে রাজ্যজুড়ে গণতান্ত্রিক নারী সমিতির ধর্না

নিজস্ব প্রতিনিধি, গুয়াহাটি, ২০ মে : অসহায় পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা, ঘরে ফেরার পথে যাদের মৃত্যু ঘটেছে তাদের এককালীন ক্ষতিপূরণ দেওয়া, অন্তত ছয়টি অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী আগামী তিন মাস বিনামূল্যে প্রতিটি পরিবারকে দেওয়া, স্বাস্থ্যকর্মীদের পর্যাপ্ত সুরক্ষা সরঞ্জাম প্রদান করা, শীঘ্রই মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে আনা সহ মোট ১০ দফা দাবিতে সোমবার রাজ্যজুড়ে প্রতীকী ধর্না পালন করে সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি। গুয়াহাটি ছাড়াও বরপেটা, শোণিতপুর, হোজাই, কাছাড়, গোয়ালপাড়া, লখিমপুর ইত্যাদি জেলায় এই কর্মসূচিতে বিভিন্ন অংশের মহিলারা অংশ নেন।

ধর্না শেষে দশ দফা দাবি সংবলিত একটি স্মারকপত্র মেইলের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে নারী সমিতি। পরে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা নিয়তি বর্মণ জানান, সোমবার গোটা দেশব্যাপী দাবি দিবস পালন করেছে নারী সমিতি। এতে ব্যাপক সমর্থন পরিলক্ষিত হয়েছে। তিনি বলেন, লকডাউনের ফলে সবচেয়ে মারাত্মক সঙ্কটে পড়েছেন গরিব অংশের মানুষ। বিশেষ করে শ্রমিক-কৃষকদের চূড়ান্ত অসহায় অবস্থার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। লকডাউনের আগে পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করেনি সরকার। ফলে ইতিমধ্যে অসংখ্য পরিযায়ীর মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটল। অনেকে অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন। কৃষকদেরও একই অবস্থা। উৎপাদিত ফসল বাজারে বিক্রি করতে পারেননি তারা। আরও আশ্চর্যের কথা, কৃষকের জন্য সরকার থেকে যে স্বল্প পরিমাণ আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, তা থেকে প্রকৃত কৃষকরা বঞ্চিত হয়েছেন অসমে।

স্বাস্থ্যকর্মীরা পর্যাপ্ত সুরক্ষা সরঞ্জাম পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ উঠেছে। অথচ করোনা বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রথমসারিতে রয়েছেন তারাই। এদিকে, করোনা আক্রান্তের সংখ্যা রাজ্যে বাড়ছে। লকডাউনের সময় অধিকাংশ মানুষের রুটিরুজি বন্ধ। যারা কাজ হারিয়ে ঘরে বসা, তাদের মাসে সাড়ে ৭ হাজার টাকা করে আগামী তিন মাস প্রদান করতে হবে। সিএএ-বিরোধী আন্দোলনের নেত্রী সফুরা জারগারকে শীঘ্রই মুক্তি দিতে হবে। অখিল গগৈর মুক্তির দাবিও জানিয়েছে নারী সমিতি। এদিন বরাক উপত্যকার শিলচর, কালাইন, হিলাড়া, ডলু, তারাপুর, শালচাপড়া ইত্যাদি স্থানে ধর্না সংগঠিত হয়েছে বলে জেলা সম্পাদিকা রত্না দেব জানিয়েছেন।

গুয়াহাটির ফ্যান্সি বাজার এলাকায় কনটেনমেন্ট জোন। চলছে টহলদারি। বুধবার।

ঝেরঝেরিতে ঈদের সামগ্রী বণ্টন করলেন বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু

ঈদের সামগ্রী বণ্টন করছেন বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল।

এস এম জাহির আব্বাস, কটামণি ২০ মে : পবিত্র ঈদ-উল ফিতর উপলক্ষে পাথারকান্দির ঝেরঝেরি জিপি এলাকার ধর্মপ্রাণ মুসলিম গরিব ও দুস্থদের জন্য তেল, ময়দা, চিনি ও ফলমূল বিতরণের উদ্দেশ্যে একট্রাক সামগ্রী পাঠালেন বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল। মঙ্গলবার তিনি নিজে জিপির বিভিন্ন ওয়ার্ডের দুস্থদের হাতে ঈদ সামগ্রী তুলে দেন। এদিন ঈদ সামগ্রী বণ্টনে বিধায়কের সঙ্গে ছিলেন।

লোয়াইপোয়া জেলা পরিষদ সদস্যার প্রতিনিধি অমিতাভ দে, মণ্ডল সভাপতি হৃষীকেশ নন্দি, ঝেরঝেরির প্রাক্তন জিপি সভাপতি আব্দুল মান্নান, বর্তমান সভানেত্রীর প্রতিনিধি আজমত আলি, লোয়াইরপোয়া ব্লক মাইনোরিটি মোর্চার সম্পাদক ফখরুল ইসলাম, বিজেপির নেতা তুষারকান্তি ভাট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা।

বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নরসিংপুর ব্লকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলচর, ২০ মে : কর্মসংস্থানের জন্য দেশের বিভিন্ন রাজ্যে কর্মরত প্রবাসী শ্রমিক যারা লকডাউনের আগমুহূর্তে নিজ নিজ বাড়িতে এসেছেন এবং বর্তমান অবস্থায় রোজগারের কোনও উপায় পাচ্ছেন না তাদের সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছে রাজ্য সরকার। সরকারের তরফে এসব শ্রমিকদের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে জবকার্ড প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান দেওয়া হচ্ছে। এরই এক অঙ্গ হিসাবে আজ নরসিংপুর ব্লক এলাকার কুড়িজন শ্রমিকের হাতে জবকার্ড তুলে দেওয়া হয়েছে। নরসিংপুর খণ্ড উন্নয়ন আধিকারিকের কার্যালয়ে নরসিংপুর ব্লক আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সভানেত্রী পম্পী নাথচৌধুরীর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের হাতে জবকার্ড তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে ধলাই মধ্য জেলা পরিষদ সদস্য শশাঙ্কচন্দ্র পাল, নরসিংপুর খণ্ড উন্নয়ন আধিকারিক প্রবাল দাসগুপ্ত, ধলাই গ্রাম পঞ্চায়েত সভাপতি ভূষণ পাল, বিজেপি নরসিংপুর মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক কমলেশ দাশ, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার বিশ্বজিত নাথ, নরসিংপুর ব্লক এমআইএস ম্যানেজার রানা দাস, বিভিন্ন জিপির পঞ্চায়েত সভাপতিরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে ধলাই মধ্য জেলা পরিষদ শশাঙ্কচন্দ্র পাল বলেন, সরকার শ্রমজীবী মানুষের কথা মাথায় রেখে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। জবকার্ডের মাধ্যমে কীভাবে তাদের কর্মসংস্থান দেওয়া যায় তা সুনিশ্চিত করেছে আমাদের সরকার। রেশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার পাশাপাশি তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে সরকারের তরফে। কৃষকদের অ্যাকাউন্টে কিষান সম্মান নিধি সহ মুখ্যমন্ত্রী সা-সাজুলি যোজনার টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছে সরকার। প্রতিটি ক্ষেত্রের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। তিনি জনগণকে লকডাউনের মুহূর্তে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার আহ্বান জানান।

করোনা গুজব, পোর্টাল ও নেটাগরিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে করিমগঞ্জ পুলিশের শরণাপন্ন জনসংযোগ দফতর

পাথারকান্দি, ২০ মে, সংবাদ সংস্থা : করিমগঞ্জ জেলার কয়েকটি স্বীকৃতিহীন পোর্টাল এবং কিছু সোসাল মিডিয়ার নেটাগরিক গুজব ছড়িয়ে আতঙ্কের সৃষ্টি করছে। তাই এ ধরনের কার্যকলাপের সঙ্গে যে বা যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে করিমগঞ্জের পুলিশসুপার কুমার সঞ্জিত কৃষ্ণার কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন জেলা জনসংযোগ আধিকারিক সাজ্জাদুল হক রহমান।

প্রসঙ্গত,পাথারকান্দির কাঁঠালতলি এলাকার দুই যুবক করোনা পজিটিভের রোগী বলে গত প্রায় ৩৬ ঘণ্টা ধরে এক গুজব স্বীকৃতিহীন নিউজ পোর্টাল এবং বিভিন্ন সোসাল মিডিয়া ও ইউটিউব চ্যানেলে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের খবরে যা হওয়ার তা-ই হচ্ছে। কাঁঠালতলি-তো বটেই, গোটা পাথারকান্দি এলাকায় বিস্তর করোনা-আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় পিবিএন শীর্ষক এক নিউজ পোর্টালে প্রথমে দাবি করা হয়েছে, বাঘন গ্রাম পঞ্চায়েতের এক নম্বর ওয়ার্ডের বালিরবন্দ দোবাগ এলাকার দুই যুবক সালিমুল হক (২৪) এবং সমসুল হক (২৪) নাকি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত। তবে তারা কোথায় এবং কীভাবে সংক্রামিত হয়েছেন এবং বর্তমানে কোথায় চিকিৎসাধীন, এসব কোনও তথ্য এই চ্যানেল প্রকাশ করেনি।

খবরটি ঝড়ের গতিতে ভাইরাল হয়ে পড়লে টনক নড়ে পাথারকান্দির সাধারণ প্রশাসনের পাশাপাশি স্বাস্থ্য বিভাগের। প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য আধিকারিকরা বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর করে প্রকৃত তথ্য আদায়ে অসমর্থ হন। করোনা আক্রান্তের খবর সম্পর্কে সার্কল অফিসার এবং সাব ডিভিশনাল মেডিক্যাল অফিসার জনাথন ভাইপেই এবং ডাঃ প্রদীপ দে-র কাছে জানতে চাইলে তাঁরাও কেউই কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি।

এদিকে গুজব সংক্রান্ত বিষয়টি বুধবার বেলা বাড়ার সঙ্গে গোটা করিমগঞ্জ জেলায় ভাইরাল হয়ে যায়। খবর পান জেলা জনসংযোগ আধিকারিক সাজ্জাদুল হক রহমান। তিনি গোটা বিষয়টি তদন্তের আওতায় আনতে পুলিশসুপারের কাছে এক লিখিত আবেদন জানান।

অন্যদিকে, পিবিএন চ্যানেলের সঙ্গে সম্পৃক্ত জনৈক ব্যক্তি জানান, খবরটি রামকৃষ্ণনগরের পরিবর্তে ভুলবশত কাঁঠালতলির বলে প্রকাশিত হয়েছে। এজন্য তাঁরা ক্ষমা চাইছেন। বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন করিমগঞ্জ জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি মিহির দেবনাথ, পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালও। তাঁরা এ ধরনের মিথ্যা গুজব সংবলিত খবরে লাগাম টানতে তথ্য ও জনসংযোগ দফতরের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

প্রবাসী শ্রমিকদের সুষ্ঠু যাতায়াতে রেল ও রাজ্যের মধ্যে আরও সক্রিয় সহযোগিতার আর্জি

নয়াদিল্লি, ২০ মে (সংবাদ সংস্থা) : প্রবাসী শ্রমিকদের সুষ্ঠু যাতায়াতে আরও বেশি সংখ্যক ট্রেন চালাতে প্রয়োজন। এতে জেলা ও রাজ্যগুলিকে অবশ্যই তাদের চাহিদা রেলের কাছে পাঠাতে হবে। কেন্দ্রের তরফে এ কথা জানানো হয়েছে।

সূত্র মারফত বুধবার জানা গিয়েছে, রাজ্যগুলিকে পাঠানো ওই চিঠিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বলেছে, প্রবাসী শ্রমিকদের নিজ রাজ্যে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভয়ের কারণ হল, করোনায় সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা এবং জীবন-জীবিকায় ক্ষতির শঙ্কা। প্রবাসী শ্রমিকদের দুরাবস্থা লাঘব করার জন্য ওই চিঠিতে একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর রাজ্যগুলিকে জোর দিতে বলা হয়েছে।

বলা হয়েছে, কেন্দ্রের সঙ্গে সক্রিয় সমন্বয় বজায় রাখার পাশাপাশি আন্তঃরাজ্য সীমান্তে সুষ্ঠুভাবে পরিবহন, মানুষের মৌলিক সুবিধা সহ যাত্রাপথে বিশ্রামের উপযুক্ত জায়গা গড়ে তুলতে হবে। একইসঙ্গে বিভিন্ন ধরনের গুজব দূর করে রাজ্যগুলিকে ট্রেন বা বাসের সূচনার ব্যাপারে তথ্য সরবরাহ করতে হবে।